بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর দোয়া গ্রহণীয়তা, পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের আত্মনিবেদন এবং রসূল প্রেমের ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৮ মার্চ, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

উহুদের যুদ্ধে সাহাবী **হযরত সা'দ (রা.)** এর পক্ষে মহানবী (সা.) এর দোয়া কবুলিয়তের ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়- আয়েশা বিনতে সা'দ (রা.) তাঁর পিতা হযরত সা'দ (সা.) 'র বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন লোকের পিছন থেকে আক্রমণ করে তখন আমি বললাম, আমি যদি তাদেরকে নিজের থেকে সরিয়ে দিই, তবে আমি নিজেও রক্ষা পাব নতুবা আমি শহীদ হয়ে যাব। এমন সময় হঠাৎ আমি রক্তিম চেহারার একজন লোককে দেখতে পেলাম, মুশরিকরা তাকে পরাস্ত করতে উদ্যত হয়েছিল। সেই লোকটি তখন তার মুঠির মধ্যে কঙ্কর ভরে তাদের দিকে নিক্ষেপ করল, তখন হঠাৎ মিকদাদ (রা.) আমার এবং সেই লোকটির মধ্যে চলে এল। তিনি বললেন, এটা ছিল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি আপনাকে ডাকছিলেন। তখন আমার মনে হল যেন আমি কোনও আঘাত পাইনি। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম তাঁর (সা.) কাছে। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। আমি তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ! এটি আপনার তীর, আপনি এটি দিয়ে আপনার শত্রুকে হত্যা করুন। আর মহানবী (সা.) বললেনঃ হে আল্লাহ্! সা'দ এর দোয়া কবুল কর। হে আল্লাহ্! সা'দ এর নিশানা ঠিক করে দাও। হে সাদ! আমার পিতা-মাতা তোমার উপর নিবেদিত হোক। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, সাদ বিন ওয়াক্কাস শেষ বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত গর্বের সাথে এই শব্দগুলো পাঠ করতেন।

মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উমর (রা.) যেভাবে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যখন মহানবী (সা.) একদল সাহাবীর সাথে একটি পাথরের উপর অবস্থান করছিলেন। তখন হঠাৎ খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি দল পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল। মহানবী (সা.) শত্রুর দিকে তাকিয়ে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ্, আমাদের উপর জয়লাভ করা তাদের জন্য জায়েজ নয়। হে আল্লাহ্, আমাদের শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যম একমাত্র আপনিই।' সে সময় হযরত উমর ফারুক (রা.) একদল মুহাজিরসহ এসব লোকের মুখোমুখি হন এবং তাদের পেছনে ঠেলে দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসতে বাধ্য করেন। এই ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আর দুর্বলতা প্রদর্শন কোর না এবং দু:খ কোর না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদার হও।

হযরত যিয়াদ বিন সাকান (রা.)'র সাথে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, হযরত যিয়াদ বিন সাকান (রা.)'র পাঁচজন সাথী মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় একে একে শাহাদত বরণ করেন। এরপর যিয়াদ (রা.) যখন গুরুতর আহত হন তখন মুসলমানদের একটি দল তার কাছে পৌঁছে এবং মুশরিকদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করে। সে সময় মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক সাহাবীরা তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) নিজের পা এগিয়ে দেন এবং তার ওপরে হযরত যিয়াদ (রা.) মাথা রাখেন আর এভাবেই মহানবী (সা.)-এর চরণে শায়িত অবস্থায় তিনি শাহাদত বরণ করেন।

মদীনায় অবস্থানরত মহিলা সাহাবীদের পরম ধৈর্যও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্টির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.)** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, প্রথমে যখন তাকে তার ভাই এবং মামা হযরত হামযা (রা.)'র মৃত্যু সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরপর তার স্বামী হযরত মুসআব (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ দেয়া হলে, তিনি কাঁদতে থাকেন আর ব্যাকুল হয়ে বলেন, হায় পরিতাপ! তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি এ কথা কেন বললে? তিনি বলেন, আমার এতীম সন্তানদের বিষয়ে দুশ্চিন্তা করে আমার মুখ থেকে এই বাক্য বের হয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) তার অর্থাৎ, হযরত মুসআব (রা.)'র সন্তানদের জন্য দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তাদের অভিভাবক ও বয়োজেষ্ঠ্যরা যেন তাদের প্রতি স্নেহ ও দয়াসুলভ আচরণ করে এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।

হযরত হিন্দ বিনতে আমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তার ভাই, স্বামী ও পুত্রের শাহাদতের সংবাদ লাভের পর প্রথমত তিনি নিজে তাদের লাশ উটে বহন করে মদীনায় নিয়ে এসেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)'র সাথে তার পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, এর উত্তরে তিনি বলেন; 'মহানবী (সা.) ভালো আছেন আর তিনি ভালো থাকলে এর পর সমস্ত বিপদাপদ আমাদের জন্য তুচ্ছ'। এরপর তিনি যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার স্বামী {আমর বিন জমুহ্ (রা.)} যুদ্ধে আসার পূর্বে তোমাকে কিছু বলেছিল কি? হযরত হিন্দ (রা.) বলেন, যাত্রার পূর্বে কিবলামুখি হয়ে তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি

আমাকে আমার পরিবার-পরিজনের কাছে লজ্জিত অবস্থায় ফিরিয়ে এনো না এবং আমাকে শাহাদতের পদমর্যাদা দান করো।

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, এক মহিলা সাহাবী মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে উহুদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করেন। সেই সাহাবী প্রথমে তাকে তার ভাইয়ের শাহাদতের সংবাদ শোনান। কিন্তু তিনি সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সংবাদ জানতে চান। তখন সেই সাহাবী তাকে তার স্বামীর শাহাদতের সংবাদ দেন। কিন্তু তারপরও তিনি ভ্রুক্ষেপহীনভাবে মহানবী (সা.) কেমন আছেন তা জানতে চান। অতঃপর সেই সাহাবী তাকে তার পুত্রের শাহাদতের সংবাদ দেন। তখন সেই নির্ভীক মহিলা সাহাবী অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, যদি মহানবী (সা.) ভালো থাকেন তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বিপদাপদ আমার কাছে তুচ্ছ। এটি সেই ঐকান্তিক ভালোবাসা ও ভক্তি ছিল যা খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-এর প্রতি সাহাবীদের হৃদয়ে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। খোদা তা'লার বিপরীতে তারা নিজেদের মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-স্বামীর প্রতিও কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তাদের দৃষ্টিতে শুধু একটি বিষয়ই থাকতো যে, খোদা তা'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট কি-না? এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেছেন অর্থাৎ, রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন যার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

হুযূর (আই.) বলেন, অবশিষ্ট ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করুন। শত্রুরা সকল প্রকার নোংরা চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। পরাশক্তিগুলো যুদ্ধ বন্ধ করার পরিবর্তে উস্কানি দেয়ার চেষ্টা করছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গত সোমবার যুদ্ধবিরতির কথা বলেছিল এখন আবার রমযানের পূর্বে যুদ্ধবিরতির কথা বলেছে; তাও আবার মাত্র ছয় সপ্তাহের জন্য। আসলে এটিও ইসরাঈলীদের বিশ্রাম ও আরামের কথা চিন্তা করে করছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লাই একমাত্র তাদেরকে প্রতিহত করতে পারেন। আহমদীদেরকে নিজেদের গণ্ডিতে সাহায্যের এবং যোগাযোগের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। রাজনীতিবিদদের পত্র লিখতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনিদেরও দোয়া করার এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করার তৌফিক দিন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধে ইউরোপ আমেরিকার সরাসরি অংশগ্রহণের সংবাদ আসছে। এর ফলে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা আরও প্রবল হচ্ছে। এর জন্য দোয়ার পাশাপাশি আহমদীদের হোমিও ঔষধের কোর্স সম্পূর্ণ করা উচিত এবং বাড়িতে কমপক্ষে ২/৩ মাসের অতিরিক্ত খাবার মজুদ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে বিবেক-বুদ্ধি দিন। ইয়েমেনের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন আর ইয়ামেনী সেনাবাহিনী যে সন্দেহ করছে যে, আহমদীয়া জামা'ত দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করছে; তাদের এই অহেতুক সন্দেহ দূর করুন। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে বিবেক-বুদ্ধি দিন, তারা যেন পার্থিবতার নোংরামিতে নিমজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মুসলমান দেশগুলোকেও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দিন। আর আমাদেরকেও তৌফিক দিন, আমরা যেন আল্লাহ্

তা'লার বাণী বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

পরিশেষে হুযূর (আই.) মুকাররম তাহের ইকবাল চীমা সাহেবের বেদনাদায়ক শাহাদতের সংবাদ প্রদান করেন, যাকে সম্প্রতি পাকিস্তানে অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহীরা গুলিবিদ্ধ করে শহীদ করেছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শাহাদতকালে চীমা সাহেব বাহাওয়ালপুর জেলার চক ৮৪ জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। হুযূর (আই.) তার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের পর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা শহীদের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার উত্তরাধিকারীদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের তৌফিক দিন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

*বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল : **১.ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রকৃত শান্তি এবং ২. মেয়ারুল মাযাহেব (ধর্মের মানদন্ড)**। পুস্তকগুলি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ*

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

8 March 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
____
____
____
____

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in